তারিখ 19 JUL 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সংবাদ

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা

জিপিএ-৫-এ রেকর্ড

- গড় পাসের হার ৭৮.৬৭ শতাংশ
- পাসের হারে মেয়েরা জিপিএ-৫-এ ছেলেরা এগিয়ে
- পাসের হার বেড়েছে ৩.৫৯ শতাংশ
- ২৪টি প্রতিষ্ঠানে কেউ পাস করেনি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি), আলিম, এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও সমমান পরীক্ষায় এবার রেকর্ডসংখ্যক ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। বোর্ডভিত্তিক গড় পাসের হার ও গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ জিপিএ-৫ প্রাপ্তিসহ ফলাফলের প্রায় সব সূচকেই এবার ঈর্ষণীয় ফল অর্জন করেছে শিক্ষার্থীরা। ১০টি শিক্ষা বোর্ডে এবার গড় পাসের হার হলো ৭৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ। গত বছর এ হার ছিল ৭৫ দশমিক ০৮ শতাংশ। ১০ বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১ হাজার ৭৬২ জন ছাত্রছাত্রী। গতবছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩৯ হাজার ৭৬৯ জন। গতবছরের চেয়ে এবার ২১ হাজার ৩৯৩ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছে। গতবছরের চেয়ে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবার ৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ এবং পাসের হার ৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে। এবার ফলাফলে পাসের হারে মেয়েরা এগিয়ে তবে জিপিএ ৫-এ ছেলেরা এগিয়ে। এবার শতভাগ উত্তীর্ণ কলেজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালে ৮৯২টি কলেজ থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিল। এবার শতভাগ উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হলো এক হাজার ৩৬টি। তবে গতবছরের মতো এবারও ২৪টি প্রতিষ্ঠানে কোন পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি। গতবছরের চেয়ে এবার প্রায় সব শিক্ষা বোর্ডই ভালো ফল করেছে। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে এবার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে সিলেট শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডের গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৩৭

জিপিএ-৫-এ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

একনজরে দশ বোর্ডের ফলাফল

বোর্ড	মোট পরীক্ষার্থী	পাসের হার%	জিপিএ-৫
ঢাকা	২,৩৪,১৫৫	৮১.৮২	২৫,১০৪
রাজশাহী	১,০৫,১৩৫	৭৮.৪৪	৬,৮৭২
কুমিল্লা	৭৮,০৩৭	৭৪.৬০	২,১৫০
যশোর	১,০৫,৯৮৯	৬৭.৮৭	৫,২২৯
চট্টগ্রাম	৫৩,৯৬৮	৭২.২৯	৩,১৪৫
বরিশাল	৪২,০১৯	৬৬.৯৮	১,৮৯৫
সিলেট	৩৭,৩৭২	৮৫.৩৭	২,০৬৫
দিনাজপুর	৮৫,৭৭৩	৭৫.৪১	৫,০০৯
মাদ্রাসা বোর্ড	৮৪,২৪৬	৯১.৭৭	৭,০৭৩
কারিগরি	৮৬,৭০৫	৮৪.৩২	২,২১১

জিপিএ-৫-এ : রেকর্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাগ। গড় পাসের হারে সবচেয়ে নিচে আছে বরিশাল বোর্ড। এবার এ বোর্ডের গড় পাসের হার হলো ৬৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলাফলের সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করেন। এ সময় ১০ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাদের নিজ নিজ বোর্ডের ফলের অনুলিপি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী মহিলা কলেজের ফল প্রকাশ করেন। তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথাও বলেন।

পরে শিক্ষামন্ত্রী বেলা ১টায় মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এবারের বিস্তারিত ফলাফল তুলে ধরেন। তিনি ভালো ফলাফল লাভ করায় ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ সময় আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, অন্যান্য বোর্ডের চেয়ারম্যান, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীসহ শিক্ষা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সার্বিক ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ভীতি দূর হওয়া, শিক্ষকদের নিয়মিত উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান, নকলের প্রবণতা দূর করা, সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষার সৃষ্ট পরিবেশ নিশ্চিত করার ফলেই এইচএসসিতে সাফল্য অব্যাহত আছে।

তিনি বলেন, অতীতে পরীক্ষা গ্রহণের তিন চার মাস পর ফলাফল প্রকাশ হতো। এতে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কলেজে ভর্তি হতেও সমস্যা সৃষ্টি হতো এবং পরবর্তীতে সেশন জটের কবলে পড়তে হতো।

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চতর স্তরে ভর্তিতে আসন সংকট হবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অতীতে কোনকালেই আসন সংকট হয়নি। তবে উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের জন্য সারাবিশ্বেই শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়।

তিনি বলেন, পাবলিক ও প্রাইভেট প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়মিত কোন না কোন নতুন বিভাগ চালু হচ্ছে। বাড়ছে আসনও। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে প্রতিবারই অসংখ্য আসন শূন্য থাকে। তাই আসন সংকটের কোন সম্ভাবনা নেই।

বোর্ডভিত্তিক ফলাফলের চিত্র : আটটি সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মোট ৭ হাজার ৪৬৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৯ লাখ ১৭ হাজার ৬৭৩ জন ছাত্রছাত্রী। এরমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭ লাখ ২১ ৯৭৯ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের ৭৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

ঢাকা বোর্ড : ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার পরীক্ষা দিয়েছিল দুই লাখ ৩৪ হাজার ১৫৫ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে এক লাখ ৯১ হাজার ৫৮০ জন। গড় পাসের হার ৮১ দশমিক ৮২ ভাগ।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ (ডিআইবিএস) পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৪ হাজার ২৪৪ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩ হাজার ৬১৭ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০৯ জন। গড় পাসের হার ৮৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গতবছর ডিআইবিএস এ পাসের হার ছিল ৮৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ। প্রসঙ্গত দেশের ১৮টি সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ডিআইবিএস কোর্স চালু আছে।

রাজশাহী বোর্ড : রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার পরীক্ষা দিয়েছিল এক লাখ ৫ হাজার ১৩৫ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে ৮২ হাজার ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৭৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ। গতবছর এ বোর্ডের পাসের হার ছিল ৭৯ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। এবার রাজশাহী বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৮৭২ জন শিক্ষার্থী।

কুমিল্লা বোর্ড : কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৭৮ হাজার ৩৭ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৫৮ হাজার ২১৯ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৭৪ দশমিক ৬০ শতাংশ। গতবছর এ বোর্ডের পাসের হার ছিল ৬৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এবার কুমিল্লা বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ১৫০ জন শিক্ষার্থী। আর গতবছর এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল এক হাজার ৩৮৯ জন শিক্ষার্থী।

যশোর বোর্ড : যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ ৫ হাজার ৯৮৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭১ হাজার ৯৩৭ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৬৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

চট্টগ্রাম বোর্ড : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার পরীক্ষা দিয়েছিল ৫৩ হাজার ৯৬৮ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৯ হাজার ১১ জন শিক্ষার্থী। এবার গড় পাসের হার ৭২ দশমিক ২৯ শতাংশ। গতবছর চট্টগ্রাম বোর্ডের পাসের হার ছিল ৭১ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। এবার এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে তিন হাজার ১৪৫ জন। আর গতবছর চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল এক হাজার ৭৯৫ জন শিক্ষার্থী।

বরিশাল বোর্ড : বরিশাল শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৪২ হাজার ১৯ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৮ হাজার ১৪৪ জন। গড় পাসের হার ৬৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

সিলেট বোর্ড : এবার সিলেট শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৩৭ হাজার ৩৭২ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩১ হাজার ৯০৩ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গতবছর এ বোর্ডের পাসের হার ছিল ৭৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এবার সিলেট বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৬৫ জন শিক্ষার্থী। গতবছর এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৮৮৭ জন শিক্ষার্থী।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৮৫ হাজার ৭৭৩ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে ৬৪ হাজার ৬৭৯ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৭৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। গতবছর এ বোর্ডের পাসের হার ছিল ৬৬ দশমিক ১৮ শতাংশ। এবার দিনাজপুর বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচ হাজার ৯ জন শিক্ষার্থী। গতবছর এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল দুই হাজার ২৬০ জন শিক্ষার্থী।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড : মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার আলিম পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৮৪ হাজার ২৪৬ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৭ হাজার ৩১৬ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৯১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। গতবছর এ বোর্ডের পাসের হার ছিল ৮৯ দশমিক ৫৭ ভাগ। এবার মাদ্রাসা বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে সাত হাজার ৭৩ জন শিক্ষার্থী। গতবছর এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল চার হাজার ২৭৬ জন শিক্ষার্থী।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড : কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার এইচএসসি (ভোকেশনাল ও বিএম) পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৮৬ হাজার ৭০৫ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৩ হাজার ১০৬ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৮৪ দশমিক ৩২ শতাংশ। গতবছর এ বোর্ডের পাসের হার ছিল ৮৪ দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ। এবার কারিগরি বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ২১১ জন শিক্ষার্থী। আর গতবছর এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৭২৮ জন শিক্ষার্থী।

বিদেশি পরীক্ষা কেন্দ্র : বিদেশের পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্রে এবার এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রগুলো হলো আবুধাবী, লিবিয়া, কাতার, সৌদি আরবের জেদ্দা ও রিয়াদ। এসব কেন্দ্র থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৭৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৬৯ জন। গড় পাসের হার ৯৪ দশমিক ৪১ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩২ জন। গতবছর বিদেশি কেন্দ্রের পাসের হার ছিল ৮৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪১ জন শিক্ষার্থী।